দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR. 1 7 1999
তারিখ ...
পৃষ্ঠা 12 কলাম 2......

112

কুষ্টিয়ায় ৪৬ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ কুষ্টিয়া জেলায় ৪৬ হাজারের বেশি শিশু প্রাইমারী স্কুলে যেতে না পারায় শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পারিবারিক অসচেতনতা এবং দারিদ্র্য শিশুদের স্কুলে না যাওয়ার প্রধান কারণ।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মাঝে মধ্যে কিছুটা বাড়লেও অল্প কয়েক দিনেই তারা আবার পিতামাতার সঙ্গে সাংসারিক কাজে মগ্ন হয়ে পড়ে। পাশাপাশি কর্মসূচীর খাদ্য বিতরণে ৭৬ ভাগ স্কুলে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়। যে কারণে ছাত্রছাত্রীসহ অভিভাবকদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং ছাত্রছাত্রীরা ধীরে ধীরে স্কুল ত্যাগ করে।

এই জেলায় ছাত্র ও শিক্ষকের আনুপাতিক হার সরকারী নীতিমালাকে ছাড়িয়ে গেছে। প্রতি ৫০ ছাত্রের জন্য একজন করে শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও ৭১ দশমিক ২৭ ছাত্রছাত্রীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন একজন। নীতিমালা অনুযায়ী যেখানে মোট শিক্ষকের প্রয়োজন ৪ হাজার ৪৯০ সেখানে মাত্র ৩ হাজার ১৫০ শিক্ষক রয়েছেন।

জেলায় মোট স্কুল ৭শ' ৮৩টি। এর মধ্যে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪শ' ৩০টি, বেসরকারী (রেজিস্টার্ড) প্রাথমিক স্কুল ২শ' ৭৫টি, কিন্ডারগার্টেন ৩৩টি এবং এবতেদায়ী মাদ্রাসা ৪৭টি। প্রতিটি স্কুলে শিক্ষার্থী ৩শ' ৪৫ দশমিক ৭৪ জন। কিন্তু প্রতিটি স্কুলে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৪ দশমিক ০২ জন। স্বল্পসংখ্যক শিক্ষকের পক্ষে অতিরিক্ত ছাত্রছাত্রীকে নিয়মিত সুষ্ঠুভাবে পাঠদান করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

জেলার ৬টি থানার ১৮টি ইউনিয়নের ২৬৩টি স্কুলকে 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর' আওতায় আনা হয়েছে। এতে এক লাখ ২ হাজার ৬শ' ৩৭ ছেলেমেয়ে এ সুবিধা পাচ্ছে। পূর্বে স্কুলে ভর্তির হার ছিল ৮০ ভাগ। এখন তা সামান্য বেড়ে ৮৮ দশমিক ৯৬ ভাগে দাঁড়িয়েছে। ২৭৫টি বেসরকারী (রেজিস্টার্ড) স্কুলের ১১শ' শিক্ষকের অর্ধেকের বেশি কোন বেতন পাননা। যাঁরা পান তাঁদের বেতনও মাত্র ৫শ' থেকে ৬শ' টাকা। যে কারণে ছাত্রদের পাঠদানে শিক্ষকদের অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া, পারিবারিক প্রভাব ও সাংসারিক চাপের মুখে শিশু ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই স্কুল ছেড়ে কাজ ধরেছে। কেউবা ভ্যান চালাচ্ছে, খোয়া ভাঙছে, শহরে হোটেল বয় হয়েছে, আর ক্ষেত-খামারের কাজ তো আছেই।